সংকলন:
প্রশংসনীয় অরাজকতা

সূচীপত্র

বিশৃঙ্খল অঞ্চলগুলির সুবিধা নেওয়া

শাইখ আবু ইয়াহিয়া আল-লীবি রাহিমাহুল্লাহ[১]

মুজাহিদরা সবচাইতে বেশি উপকৃত হতে পারে যে অঞ্চল থেকে সেটি হচ্ছে – বিশৃঙ্খল অঞ্চল। তাদের বিকাশ, উত্থান এবং কাঠামোগত নির্মাণের উপযোগী পরিবেশ পাওয়া যায় এই বিশৃঙ্খল অঞ্চলগুলোতে। কারণ এখানে তাদের উপর গোয়েন্দা সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ নেই এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও তেমন শক্তিশালী নয়। পূর্বে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা মুজাহিদদের জন্য এমন বিশৃঙ্খল অঞ্চল সৃষ্টি করেছেন।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই অঞ্চলগুলো থেকে সত্যিকারের ক্ষমতা ও উপকার অর্জন করতে সক্ষম হওয়া। কারণ বিশৃঙ্খলা সাময়িক হয়। আর বিশৃঙ্খল পরিবেশে জনগণ অস্থির হয়ে ওঠে। বিশেষ করে যখন বিশৃঙ্খলা তাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে, তাদের সুরক্ষা বিঘ্নিত করে এবং তাদের জীবন সঙ্কুচিত হয়। এর ফলে সাধারণ জনগণ চাতক পাখির ন্যায় চেয়ে থাকে তাদের দিকে, যারা তাদেরকে এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি থেকে বের করে আনার চেষ্টা করে।

আর জানা কথা, শত্রুরা পূর্ণ চেষ্টা করবে, অর্থ ব্যায় করবে, মানুষকে দুনিয়ায় লিপ্ত করার জন্য। যেন এই ভূমি এবং এই পরিবেশ মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত না হয়।

সুতরাং প্রথম পর্যায়ে মুজাহিদদের উচিত, বিশেষত যখন তাদের এবং তাদের শত্রুদের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে, তখন বিশৃঙ্খলার অবসানের চেষ্টা না করা।

এই অবস্থায় জনগণের মন জয় করতে, তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়তে, তাদের নিকটবর্তী হতে, তাদের সমস্যাগুলো অনুভব করতে এবং তাদের উদ্বেগগুলোতে অংশ নিতে চেষ্টা করতে হবে। আর চেষ্টা করতে হবে যেন তাদের এবং জনগণের মধ্যে কোনো দূরত্ব না থাকে।

ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদের কাছ থেকে পাওয়া নিচের রেফারেন্স বই থেকে আমি যা ভাল পেয়েছি, তা এখানে সংযুক্ত করলাম। লেখক তার জিহাদী ফোরামে (**المذكرة الاستراتيجية** বা রণকৌশল বিষয়ক নোট) নামক নিবন্ধে বলেন: আরব বিপ্লবগুলি চূড়ান্তভাবে কেবল বুআছ যুদ্ধের ন্যায় হবে। বুআছ যুদ্ধে আউস এবং খাজরাজের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিল। এর ফলে মদিনায় ক্ষমতার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়েছিল এবং তারপরে নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায়নি।

হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনা মতেঃ বুআছ যুদ্ধ ছিলো একটি সুযোগ। যা আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রসূলকে দিয়েছিলেন। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন করেন এমন অবস্থায় যে, তাদের শক্তি শেষ হয়ে গিয়েছিলো। আর তাদের নেতারা নিহত হয়েছিলো। [বুখারী]

আর আরবরা মরুভূমিতে বসবাস করাকে পছন্দ করত। কারণ সেখানে স্বাধীনতা পাওয়া যায়। আর যালেমের যুলুম থেকে বাঁচা যায়। আবুল আলা মাআররি বলেছেন,

> "নজদের মরুভূমিতে যারা বসবাস করে, তারা শহরে আসে না। কারণ শহরে স্বাধীনতা থাকে না।" (হায়াতুল হায়ওয়ান আলকুবরা ২/৯৩ পৃষ্ঠা।)

[১] মূল বই: https://www.mediafire.com/file/e9u44hyefu5xyi5/BikkhiptoVabna-SaikhYahyaRohimahullah.pdf/file
বইটি শাইখের ছোট ছোট মন্তব্য এবং প্রবন্ধের সংকলন। এ লেখাটি এমনই একটি প্রবন্ধ।

অরাজকতার কবলে বিশ্ব

শাইখ আবু উবায়দা আব্দুল্লাহ খালেদ আল'আদাম, রাহিমাহুল্লাহ[2]

জিলকদ ১৪৩২ হিজরী

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি...

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাথীবর্গ এবং সকল নবীপ্রেমিকেরদের ওপর।

প্রায় নয় মাস পূর্বে অর্থাৎ বরকতময় আরব বিপ্লবেরও আগে একবার আমি শায়খ আতিউল্লাহ লিবীর কাছে বসা ছিলাম। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম— কিছু আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রে চলমান সংকট, অস্থিতিশীলতা, বিশৃংখলা, অরাজকতা এবং বর্তমান সময়ে **এসবের প্রয়োজনীয়তা** নিয়ে কিছু লিখবো। সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে এবং বিশেষ কিছু মাপকাঠি অনুসারে এসকল রাষ্ট্রে এজাতীয় বিশৃংখলা ও অরাজকতা সাড়া ফেলবার মতোই ঘটনা।

এখানে সুনির্দিষ্ট শর্ত এবং মাপকাঠির কথা এজন্যই বললাম যে, মুসলমানের এক ফোটা রক্ত আমার কাছে পৃথিবী এবং পৃথিবীর সব কিছু অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

উম্মতের অবস্থা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর আমার কাছে মনে হয়েছে, ক্রুশ উপাসক ও তাদের আজ্ঞাবহ স্বৈরাচারী শাসকদের অন্যায় শাসন এবং লাঞ্ছনা-গঞ্জনার যে কালো অধ্যায় মুসলমানরা আজ পার করছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য **জাতীয় জীবনে এমন একটি বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হওয়া প্রয়োজন, যা আরব ও মুসলিম বিশ্বকে তার করণীয় স্পষ্ট করে দিবে**। সে পরিস্থিতির আলোকে বিশ্বময় খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঐশী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলামী সমাজগুলো একটির পর একটি প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে।

এই ধরণের পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে আমি "প্রশংসনীয় বিশৃঙ্খলা" বলে থাকি। কারণ এজাতীয় বিশৃঙ্খলা ও মানবিক বিপর্যয় জিহাদি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেয়। এ ধরণের পরিবেশে জিহাদি আন্দোলন এমন এক গতিতে ও পদ্ধতিতে বিকশিত হয় যেটা শত্রুর পক্ষে পুরানো পলিসি দিয়ে মোকাবেলা করা দুষ্কর হয়ে পড়বে।

---

২ প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ এখানে দেয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ:
https://www.mediafire.com/file/niba9vxii3jm29f/Orajokotar_Kobole_Bishbo.pdf/file

গণবিপ্লব: স্বৈরশাসনের পতন কোন পথে?

শাইখ আবু উবায়দা আব্দুল্লাহ খালেদ আল'আদাম, রাহিমাহুল্লাহ[৩]

১৪৩২ হিজরী মোতাবেক ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

وبعد...

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। রহমত এবং শান্তি বর্ষিত হোক রাসুলুল্লাহ ﷺ, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাথীবৃন্দ এবং সর্বস্তরের নবী-প্রেমিকদের ওপর। হামদ ও সালাতের পর...

ইতিপূর্বে প্রায়ই আমি গেরিলা যুদ্ধের গঠন প্রকৃতি ও তা পরিচালনা শীর্ষক বিভিন্ন সেমিনারে কতক ভাইয়ের সঙ্গে বারবার একটা কথা বলতাম যে...**এমন কিছু রাষ্ট্র রয়েছে, যেসব রাষ্ট্রের কোথাও একটি সফল গেরিলাযুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং তা স্থায়িত্ব লাভ করা খুবই কঠিন। এসব রাষ্ট্রের ভৌগলিক অবস্থান এবং আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটযা মূলত জিহাদি গ্রুপগুলো এবং তাদের বিজয় ও ক্ষমতা লাভের মহৎ লক্ষ্যের মাঝে এক সুবিশাল বাধার প্রাচীর তৈরি করে রেখেছে**। এসব রাষ্ট্রের মধ্যে উপসাগরীয় কয়েকটি অঞ্চল, মিশর, তিউনিশিয়া ও লিবিয়া অন্যতম...

এ সমস্ত দেশের তাগুতি শাসন ব্যবস্থার কেমন করে পতন ঘটবে, সে চিন্তা করে অধিকাংশ সময় আমি দিশেহারা হয়ে পড়তাম। এতদাঞ্চলে বিজয়ের জন্য এবং আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য **আফগানিস্তান থেকে ঈমানদীপ্ত মুজাহিদ দলের আগমন ছাড়া অন্য কোনো সমাধানের কথা আমি চিন্তা করতে পারতাম না**।

...

এখন আমি মনে করি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আমাদের দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং কৌশলহীনতা দেখে নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ এক বাহিনীর সাহায্যে এমনভাবে আমাদের অবস্থা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন...

...নিশ্চয়ই আরব অঞ্চলে আসমানী ইশারায় সূচিত বর্তমান পরিবর্তন - আল্লাহ কর্তৃক প্রতিশ্রুত বিশ্বজগতের অমোঘ নিয়ম মাফিক (সুনান কাওনিয়াহ) জনমানুষের জাগরণের ফলে সম্ভবপর হয়েছে। এ পরিবর্তন বিগত কয়েক দশক ধরে মুসলমানদের ওপর চেপে থাকা অন্যায় শাসনের পতনের সূচনা। আমরা আশা করছি, আল্লাহর সাহায্যে এখান থেকেই শুরু হলো নবুওতের আদলে খিলাফাহ্ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার শুভ-যাত্রা।

হাবিবে মোস্তফা ﷺ আমাদেরকে এমনই সুসংবাদ দিয়েছেন। সহীহ হাদীসটি ইমাম আহমদ সহ অন্যান্য হাদিস বিশারদগণ ও বিদগ্ধ আলেমগণ - হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> "আল্লাহ যতদিন চান ততদিন তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত থাকবে (অর্থাৎ তিনি স্বয়ং)। তারপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর হবে নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত; যতদিন আল্লাহ চান ততদিন তা থাকবে, তারপর আল্লাহ যখন চান তা

[৩] প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ এখানে দেয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ: https://www.mediafire.com/file/uzi6lzaar5npmpa/Gonobiplob_-_Abdullah_Al_Adam.pdf/file

উঠিয়ে নিবেন। তারপর আসবে মুলকান (রাজতন্ত্র); যতদিন আল্লাহ চান ততদিন থাকবে, তারপর আল্লাহ যখন চান তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর আসবে জাবারিয়াত (শক্তি প্রয়োগ, জোর-জবরদস্তিমূলক শাসন); যতদিন আল্লাহ চান ততদিন তা থাকবে, তারপর আল্লাহ যখন চান তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর আসবে নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত।"

এই নববী সুসংবাদ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়, আল্লাহর সাহায্যে পুণ্যময় খেলাফত ব্যবস্থা অত্যাসন্ন। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের শহীদদের রক্ত কখনো বৃথা যাবে না। তবে মুসলিম বিশ্বকে খেলাফতের আগে তার প্রসব বেদনা সহ্য করতে হবে। আমার জানা নেই তা কতদিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে।

আর সেই বিজয়ের পূর্বে অন্যভাবে বললে নবুওয়্যাতের আদলে প্রতিশ্রুত সেই খেলাফত ব্যবস্থার পূর্বে **হয়তো আরব অঞ্চলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, অস্থিতিশীলতা এবং অরাজকতা সৃষ্টি হবে। আর এর ফলে প্রাক বিপ্লব যুগের প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থা ও কাঠামো ধ্বসে যাবে**... সর্ববিষয়ে আল্লাহ তাআলাই সম্যক অবগত।